Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২৮ পৌষ ১৪৩১

DU in Media

12 January 2025

দৈনিক বর্তমান

দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালার মধ্য দিয়ে শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফিন্যান্স বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উদযাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে মিলনমেলা, স্মৃতিচারণ, সম্মাননা প্রদান, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কনসার্টের আয়োজন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

ঢাবি ফিন্যান্স বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী

ঢাবি প্রতিনিধি

দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালার মধ্য দিয়ে শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফিন্যান্স বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উদযাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে মিলনমেলা, স্মৃতিচারণ, সম্মাননা প্রদান, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কনসার্টের আয়োজন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

ঢাবি ফিন্যান্স বিভাগের

আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এইচ এম মোশারফ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মাহমুদ ওসমান ইমাম, বিভাগের প্রতিষ্ঠাকালীন শিক্ষক অধ্যাপক ড. এ এইচ এম হাবিবুর রহমান এবং অধ্যাপক ড. জামাল উদ্দিন আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক শাবনাজ আমিন এবং সহকারী অধ্যাপক কাজী গোলাম রব্বানী মাওলা অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অ্যালামনাইদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এই বিভাগের অনেক অবদান রয়েছে। এই বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অ্যালামনাইগণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গর্বের সঙ্গে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য অ্যালামনাইদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, এক্ষেত্রে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসহ সমাজের সকল স্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে।

The Country Today

DU Finance Department celebrates its golden jubilee

DU Correspondent

The golden jubilee of Dhaka University Finance Department was celebrated on Saturday with a day-long colorful programme .

On this occasion, a gathering, commemoration, award ceremony, discussion meeting, cultural program and concert were organized at the central playground. Dhaka University Vice-Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmed Khan was present as the chief guest at the program.

The program was presided over by the Chairman of the department, Prof Dr. H. M. Mosharraf Hossain, and the Governor of Bangladesh Bank Dr. Ahsan H. Mansur spoke as the guest of honour. Continued to page 2

Volunteer Conference

in development activities from the local level to the national level. Volunteers are quick responders and do social service work to deal with any disaster in the interest of the society and the country.

The keynote speaker was Prof Dr. Chowdhury Mahmud Hasan, former Dean, Faculty of Pharmacy, Dhaka University. He said, "Volunteering is doing work that is not necessary for oneself with a spirit of philanthropy.

জনকণ্ঠ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী

জনকণ্ঠ ডেস্ক ॥ দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উদযাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে সম্মাননা প্রদান, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কনসার্টের আয়োজন করা হয়। শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ও বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এইচ এম মোশারফ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মাহমুদ ওসমান ইমাম, বিভাগের প্রতিষ্ঠাকালীন শিক্ষক অধ্যাপক ড. এ এইচ এম হাবিবুর রহমান এবং অধ্যাপক ড. জামাল উদ্দিন আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক শাবনাজ আমিন এবং সহকারী অধ্যাপক কাজী গোলাম রব্বানী মাওলা অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অ্যালামনাইদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এই বিভাগের অনেক অবদান রয়েছে।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২৮ পৌষ ১৪৩১

DU in Media

12 January 2025

নয়া দিগন্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে অতিথিরা

ঢাবি ফিন্যান্স বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন

দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালার মধ্য দিয়ে গতকাল শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ফিন্যান্স বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উদযাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে মিলনমেলা, স্মৃতিচারণ, সম্মাননা প্রদান, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কনসার্টের আয়োজন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এইচ এম মোশারফ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মাহমুদ ওসমান ইমাম, বিভাগের প্রতিষ্ঠাকালীন শিক্ষক অধ্যাপক ড. এ এইচ এম হাবিবুর রহমান এবং অধ্যাপক ড. জামাল উদ্দিন আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক শাবনাজ আমিন এবং সহকারী অধ্যাপক কাজী গোলাম রব্বানী মাওলা অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন।

ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অ্যালামনাইদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে এই বিভাগের অনেক ৪র্থ পৃঃ ৩-এর কলামে

ঢাবি ফিন্যান্স বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী

৩য় পৃষ্ঠার পর

অবদান রয়েছে। এই বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অ্যালামনাইরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গর্বের সাথে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য অ্যালামনাইদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসহ সমাজের সব স্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে।

আমাদের বার্তা

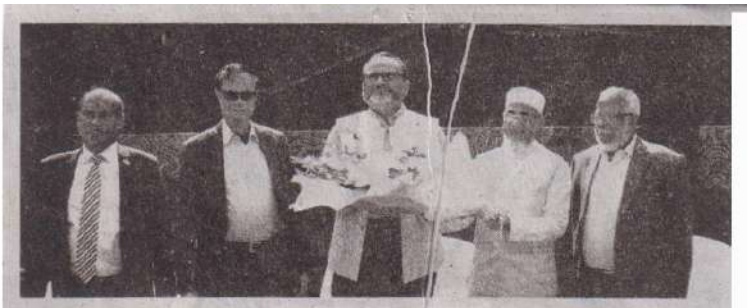

ঢাবির ফিন্যান্স বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপিত

■ আমাদের বার্তা, ঢাবি

দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালার মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ফিন্যান্স বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উদযাপন করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার ঢাবির কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে ফিন্যান্স বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উদযাপন করা হয়। সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে প্রাক্তনদের মিলনমেলা, স্মৃতিচারণ, সম্মাননা প্রদান, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কনসার্টের আয়োজন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন।

বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এইচ এম মোশারফ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন।

The New Age

DU finance department celebrates golden jubilee

Staff Correspondent

THE finance department of Dhaka University celebrated its golden jubilee with a day-long programme on the DU campus on Saturday.

On the occasion, a gathering, commemoration, award ceremony, discussion meeting, cultural programme and concert were organised at the central playground of the university, said a press release.

DU vice-chancellor Professor Niaz Ahmed Khan was present as chief guest at the programme, which was presided over by the chairman of the department, Professor HM Mosharraf Hossain.

Governor of Bangladesh Bank Ahsan H Mansur spoke as guest of honour, while dean of the faculty of business studies Professor Mahmud Osman Imam, founding teachers of the department Professor AHM Habibur Rahman and Professor Jamal Uddin Ahmed were present as special guests at the programme, which was conducted by Professor Shabnaz Amin and assistant professor Kazi

Congratulating the teachers, students and alumni of the department on the occasion of its golden jubilee, Niaz Ahmed Khan said that the department had contributed a lot to the socio-economic development of the country. 'The teachers and students of the department are leading various institutions with pride.'

He also called on the alumni to play an effective role in the overall develop-

বণিক বার্তা

ঢাবি ফাইন্যান্স বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যান্স বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য বিভাগটির অর্ধশত বছর উদযাপন করেন সাবেক-বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। ফাইন্যান্স বিভাগ ও ফাইন্যান্স অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন যৌথভাবে উৎসবটি আয়োজন করে।

কালবেলা

ঢাবি ফিন্যান্সে সুবর্ণজয়ন্তী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ফিন্যান্স বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী শনিবার অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে ফিন্যান্স বিভাগ এবং ফিন্যান্স অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজনে এ অনুষ্ঠান হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। উপস্থিত ছিলেন গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর, ইউজিসি চেয়ারম্যান ড. এসএমএ ফায়েজ, ঢাবি উপাচার্য নিয়াজ আহমেদ খান। বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন এবং অ্যালামনাইয়ের সভাপতি অধ্যাপক ড. মাহমুদ ইমাম পাঁচ দশকে বিভাগের সাফল্যের একটি সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরেন। বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোশারফ হোসেন বিভাগকে আরও উন্নত করতে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের ভূমিকা রাখতে আহ্বান জানান। অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক আজিজ আহমেদ ভূঁইয়া রুজভেল্ট আয়োজনে অবদান রাখায় সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

ভোরের কাগজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ফিন্যান্স বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব

দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালার মধ্য দিয়ে গতকাল শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফিন্যান্স বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে মিলনমেলা, স্মৃতিচারণ, সম্মাননা প্রদান, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কনসার্টের আয়োজন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এইচ এম মোশারফ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মাহমুদ ওসমান ইমাম, বিভাগের প্রতিষ্ঠাকালীন শিক্ষক অধ্যাপক ড. এ এইচ এম হাবিবুর রহমান এবং অধ্যাপক ড. জামাল উদ্দিন আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক শাবনাজ আমিন এবং সহকারী অধ্যাপক কাজী গোলাম রব্বানী মাওলা অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অ্যালামনাইদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে এই বিভাগের অনেক অবদান রয়েছে। এই বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অ্যালামনাইরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গর্বের সঙ্গে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য অ্যালামনাইদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, এক্ষেত্রে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসহ সমাজের সব স্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবে গতকাল প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান –বিজ্ঞপ্তি

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২৮ পৌষ ১৪৩১

DU in Media

12 January 2025

আজকের খবর

আন্‌জুমানে ফারসি বাংলাদেশের ষষ্ঠ দ্বিবার্ষিক সম্মেলন

● নিজস্ব প্রতিবেদক

ফারসি ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাধর্মী সংগঠন আন্‌জুমানে ফারসি বাংলাদেশের ষষ্ঠ দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর.সি মজুমদার আর্টস অডিটোরিয়ামে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আন্‌জুমানে ফারসি বাংলাদেশের সভাপতি ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত মানসুর চাভুশী, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শামছুল আলম, ঢাকাস্থ ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কালচারাল কাউন্সেলর সাইয়্যেদ রেজা মীরমোহাম্মদী এবং সংগঠনের সম্পাদক অধ্যাপক শামীম বানু বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, ফারসি ভাষা ও সংস্কৃতি বিশ্বের একটি বড় অংশের মানুষকে একত্রিত করেছে। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আমাদের ইতিহাসের সঙ্গে এই ভাষা মিশে আছে। বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভাষা ও সংস্কৃতির নানা পর্যায়ে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব রয়েছে। ফারসি ভাষা ও সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে বাংলাদেশ এবং ইরানের মধ্যে বিরাজমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। দিনব্যাপী এই সম্মেলনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

নয়া দিগন্ত

ঢাবি আন্‌জুমানে ফারসি বাংলাদেশের দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ফারসি ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাধর্মী সংগঠন আন্‌জুমানে ফারসি বাংলাদেশের ষষ্ঠ দ্বিবার্ষিক সম্মেলন শনিবার আর সি মজুমদার আর্টস অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

আন্‌জুমানে ফারসি বাংলাদেশ-এর সভাপতি ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত মানসুর চাভুশী, ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. মো: শামছুল আলম, ঢাকাস্থ ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কালচারাল কাউন্সেলর সাইয়্যেদ রেজা মীরমোহাম্মদী এবং সংগঠনের সম্পাদক অধ্যাপক শামীম বানু বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, ফারসি ভাষা ও সংস্কৃতি বিশ্বের একটি বড় অংশের মানুষকে একত্রিত করেছে। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আমাদের ইতিহাসের সাথে এই ভাষা মিশে আছে। বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভাষা ও সংস্কৃতির নানা পর্যায়ে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব রয়েছে। ফারসি ভাষা ও সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে বাংলাদেশ এবং ইরানের মধ্যে বিরাজমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। দিনব্যাপী এই সম্মেলনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশ নেন। বিজ্ঞপ্তি।

কালের কণ্ঠ

'ফারসি ভাষা বাংলাকে আরো সমৃদ্ধ ও মিষ্টি ভাষায় পরিণত করেছে'

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

পৃথিবীতে যত ভাষা রয়েছে, তার মধ্যে ফারসি ভাষা বিশ্বের অন্যতম মিষ্টি ভাষা হিসেবে পরিচিত। ইসলামী বিশ্বে আরবির পরেই এই ভাষার স্থান। ফারসি ভাষার ইতিহাস কয়েক হাজার বছরের পুরনো। এটি হলো প্রেম, ভালোবাসা, মহব্বত ও এরফানের ভাষা। আমরা প্রতিনিয়ত কথাবার্তায় যেসব শব্দ ব্যবহার করি তার মধ্যে অনেক ফারসি শব্দ রয়েছে। এই ভাষা বাংলাকে আরো সমৃদ্ধ ও মিষ্টি ভাষায় পরিণত করেছে। গতকাল শনিবার আন্‌জুমানে ফারসি বাংলাদেশের ষষ্ঠ দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে বক্তারা এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকার ইরান দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত মানসুর চাভোশি, ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান এবং ঢাকায় ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সেলর সাইয়্যেদ রেজা মীর মোহাম্মাদী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আন্‌জুমানে ফারসি বাংলাদেশের সভাপতি ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী। অনুষ্ঠানে নতুন কমিটির সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দিন, সহসভাপতি নির্বাচিত হন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শাহজালাল ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. নূরে আলম। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. মুমিত আল রাশিদ। সহকারী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মেহেদি হাসান।

দৈনিক আমাদের বার্তা

ঢাবিতে আঞ্জুমানে ফারসি বাংলাদেশের ষষ্ঠ দ্বিবার্ষিক সম্মেলন

■ আমাদের বার্তা, ঢাবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ফারসি ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাধর্মী সংগঠন আঞ্জুমানে ফারসি বাংলাদেশ-এর ষষ্ঠ দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার (১১ জানুয়ারি) ঢাবির আর.সি মজুমদার আর্টস অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

আঞ্জুমানে ফারসি বাংলাদেশের সভাপতি ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত মানসুর চাভুশী, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শামছুল আলম, ঢাকাস্থ ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কালচারাল কাউন্সেলর সাইয়্যেদ রেজা মীরমোহাম্মদী এবং সংগঠনের সম্পাদক অধ্যাপক শামীম বানু বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২৮ পৌষ ১৪৩১

DU in Media

12 January 2025

দৈনিক বর্তমান

ঢাবিতে আন্‌জুমানে ফারসি বাংলাদেশ'র ষষ্ঠ দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ঢাবি প্রতিনিধি

ফারসি ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাধর্মী সংগঠন আন্‌জুমানে ফারসি বাংলাদেশ-এর ষষ্ঠ দ্বিবার্ষিক সম্মেলন শনিবার আর.সি মজুমদার আর্টস অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আন্‌জুমানে ফারসি বাংলাদেশ-এর সভাপতি ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত মানসুর চাভুশী, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শামছুল আলম, ঢাকাস্থ ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কালচারাল কাউন্সেলর সাইয়্যেদ রেজা মীরমোহাম্মদী এবং সংগঠনের সম্পাদক অধ্যাপক শামীম বানু বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, ফারসি ভাষা ও সংস্কৃতি বিশ্বের একটি বড় অংশের মানুষকে একত্রিত করেছে। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আমাদের ইতিহাসের সঙ্গে এই ভাষা মিশে আছে। বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভাষা ও সংস্কৃতির নানা পর্যায়ে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব রয়েছে। ফারসি ভাষা ও সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে বাংলাদেশ এবং ইরানের মধ্যে বিরাজমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য, দিনব্যাপী এই সম্মেলনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিগণ অংশ নেন।

যায়যায়দিন

ঢাবিতে আঞ্জুমানে ফারসি বাংলাদেশের ষষ্ঠ দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

■ ঢাবি প্রতিনিধি

ফারসি ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাধর্মী সংগঠন আঞ্জুমানে ফারসি বাংলাদেশের ষষ্ঠ দ্বিবার্ষিক সম্মেলন শনিবার আর.সি মজুমদার আর্টস অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

আঞ্জুমানে ফারসি বাংলাদেশের সভাপতি ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত মানসুর চাভুশী, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শামছুল আলম, ঢাকাস্থ ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কালচারাল কাউন্সেলর সাইয়্যেদ রেজা মীরমোহাম্মদী এবং সংগঠনের সম্পাদক অধ্যাপক শামীম বানু বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, ফারসি ভাষা ও সংস্কৃতি বিশ্বের একটি বড় অংশের মানুষকে একত্রিত করেছে। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আমাদের ইতিহাসের সঙ্গে এই ভাষা মিশে আছে। বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভাষা ও সংস্কৃতির নানা পর্যায়ে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাবরয়েছে। ফারসি ভাষা ও সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে বাংলাদেশ এবং ইরানের মধ্যে বিরাজমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবেবলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, দিনব্যাপী এই সম্মেলনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

The New Nation

Discussion on air quality to be held at DU today

BSS

'Air Quality Research and Environmental Policy Discussion' will be held at Dhaka University (DU) today.

U.S. Embassy in Dhaka is going to organise the discussion at the Faculty of Science, University, DU, at 9 am.

Environment, Forest and Climate Change Adviser Syeda Rizwana Hasan will speak at the meeting.

This discussion will bring together leading academic researchers to discuss recent findings on and strategies for improving air quality in Bangladesh, a ministry press release said.

Two visiting academics - Dr Benjamin de Foy from Saint Louis University, USA, and Dr Jill Baumgartner from McGill University, Canada, will deliver keynote research presentations. Esteemed local academic researchers will also present their research.

Following the academic presentations, the group will seek to build consensus on recommendations to improve air quality in Bangladesh.